দৈনিক বাংলা

তারিখ ১২।২।৮২

৮ম শ্রেণীর বই মুদ্রণের দায়িত্ব বেসরকারী প্রকাশকদের হাতে ন্যস্ত

(স্টাফ রিপোর্টার)

শাহ আজিজুর রহমান বলেছেন, এ বছর পরীক্ষামূলকভাবে স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্যবই মুদ্রণের দায়িত্ব বেসরকারী পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতাদের দেয়া হয়েছে। এই পরীক্ষায় আশানুরূপ সুফল পাওয়া গেলে আগামীতে পাঠ্যবই মুদ্রণ ও বিতরণের দায়িত্ব তাদের হাতে ছেড়ে দেয়া হবে।

বাংলাদেশ স্কুল টেকস্ট বুক বোর্ড প্রকাশিত বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সদস্য-প্রকাশকগণ কর্তৃক মুদ্রিত চলতি শিক্ষা বর্ষের অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্যবই প্রকাশনা উপলক্ষে বৃহস্পতিবার লালকুঠিতে অনুষ্ঠিত উৎসবে শাহ আজিজুর রহমান একথা বলেন।

পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সভাপতি জনাব জাহাঙ্গীর মোহাম্মদ আদেল এমপি'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে আরও বক্তৃতা দেন জনাব নূর মোহাম্মদ খান, বাংলাদেশ স্কুল পাঠ্যবই বোর্ডের চেয়ারম্যান ডক্টর সিরাজুদ্দীন আহমদ, সমিতির সহ-সভাপতি জনাব মহিউদ্দীন আহমদ, সাধারণ সম্পাদক জনাব সিরাজুল হক ও সংগঠনের মহানগরী কমিটির সাধারণ সম্পাদক জনাব রুহুল কুদ্দুস। এর আগে পুস্তক বিক্রেতা সমিতির সহ-সভাপতি জনাব এস এম হাবিবুল্লাহ স্বাগত ভাষণ দেন।

শাহ আজিজ বলেন যে অতীতে বেসরকারী পুস্তক ব্যবসায়ীরা পাঠ্যবই নির্ভুল ও সুন্দরভাবে ছেপে তা ঠিক সময়ে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পৌঁছে দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি নিজে একজন অভিভাবক হিসাবে সন্তানদের জন্যে কালোবাজার থেকে উচ্চমূল্যে পাঠ্যবই কিনতে বাধ্য হয়েছেন।

শাহ আজিজুর রহমান সময় মত পাঠ্যবই নির্ভুলভাবে ছেপে শিক্ষাবর্ষ শুরুর পূর্বেই তা ছাত্রছাত্রীদের হাতে পৌঁছে দেয়া ও নিষিদ্ধ ঘোষিত নোটবই প্রকাশ, মুদ্রণ ও বিতরণ থেকে বিরত থাকার জন্যে বেসরকারী পুস্তক ব্যবসায়ী সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

বাংলাদেশ স্কুল টেকস্ট বুক বোর্ডের চেয়ারম্যান ডঃ সিরাজুদ্দীন আহমদ জানান, পাঠ্যবই বিতরণের জন্যে বোর্ডের নিযুক্ত এজেন্টদের জমাকৃত জামানতের টাকা যথাশীঘ্র ফেরৎ দেয়া হবে।

সভাপতির ভাষণে সমিতির সভাপতি জনাব জাহাঙ্গীর মোহাম্মদ আদেল এমপি বাংলাদেশ টেকস্ট বুক বোর্ডে পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির একজন প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করার দাবী জানান।